প্রথম আলো

23 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ২৩ ... কলাম ... ৮ ...

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

আট বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা

মোশতাক আহমেদ ●

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন মাধ্যমিক (এসএসসি) ও উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। সারা দেশের শিক্ষার্থীদের একই মানে মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সংগঠন আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে সারা দেশে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা ও সৃজনশীল বিষয়ের পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেওয়া হচ্ছে। তাই এসএসসি ও এইচএসসির সব বিষয়ের পরীক্ষা সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেওয়ার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বর্তমানে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি ও এইচএসসি পৃথক প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফলাফলে যেমন তারতম্য হয়, তেমনি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নও হয় আলাদা মানে। এতে দেখা যায়, কিছু বোর্ডের ফল অনেক বেশি ভালো, আবার কোনো কোনো বোর্ডের ফল তুলনামূলক খারাপ।

এবার সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, আবার কেউ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। অনেকেই বলছেন, একেক বোর্ডের পরীক্ষা একেক প্রশ্নপত্রে হওয়ার কারণে মেডিকেল ভর্তিতেও এর প্রভাব পড়বে। কারণ, ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের মান আর সিলেট বোর্ডের মান কখনো এক হবে না। অন্যান্য বোর্ডেও একই অবস্থা।

ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, একই মানে যাচাইয়ের জন্য সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া দরকার। সরকারি সূত্রগুলো বলছে, কবে থেকে এ পদ্ধতি শুরু হবে, তা আলাপ-আলোচনার পরই ঠিক করা হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হতে পারে। এর যৌক্তিকতাও থাকতে পারে। কিন্তু আমার মতে, মানসম্পন্ন প্রশ্ন করতে হবে। আর সে জন্য মানসম্পন্ন প্রশ্ন প্রণয়নকারী বাছাই করতে হবে।'